তারিখ 20 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম

দৈনিক
ইনকিলাব

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড় ধরনের সংকটের আশঙ্কা

গোয়েন্দা রিপোর্ট আমলে নেয়নি সংশ্লিষ্টরা

□ সাখাওয়াত হোসেন

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড় ধরনের সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র। গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে আগাম রিপোর্ট দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো আমলে নেয়নি। এরই মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজনৈতিক সংকটের কবলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের বিক্ষোভে ক্যাম্পাসগুলো উত্তপ্ত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট যেন কাটছেই না। বুয়েটে থেমে থেমে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একবছর ধরে এ অবস্থা চলছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হবার পর থেকে নতুন করে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল ১৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে ধর্মঘট পালন করে ছাত্র অধিকার আন্দোলন মঞ্চ। এর আগে তারা একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, ভিসির

পৃঃ ২ কঃ ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যালয় ঘেরাওসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গতকাল ধর্মঘট পালনের পর ডাকসু নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি পালন করবে বলে তারা হুমকি দেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম এবং দলীয়করণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি সংকটই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বিবেচনায় জনবল নিয়োগ, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্থির করে তুলতে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক করলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ভাবমূর্তি বিবেচনায় নেয় না। যে কোন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের সময় মেধার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা করে নিয়োগ দেয়।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কারণ যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমান সরকারের আগে যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এমনটি ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আরো বলেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে চলছে সেটা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

গোয়েন্দা সংস্থার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গত ১৮ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, বুয়েট এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-ছাত্ররা। শিক্ষকদের দাবি আমলে না নিয়ে রাজনৈতিকভাবেই পরিস্থিতি সামাল দিতে চেয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। আর এ কারণেই এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে আগাম রিপোর্ট দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো আমলে নেয়নি। নেপথ্য থেকে একটি চক্র ওই সংকটকে ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে ওই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের কারণে শিক্ষাঙ্গনে চরম অস্থিতিশীলতা [illegible] যোগ্যতা না থাকলেও অনেককে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। উপাচার্য করা হচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণ করা না গেলে জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে উল্লেখ করে রফিকুল ইসলাম শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের দাবিটি কয়েক দিন বা মাসের নয়। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অনিয়মের বিষয়ে জানিয়েছি। দুর্নীতি দূর এবং সমস্যাগুলো সমাধান করতে অনুরোধ করেছি। এজন্য শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাদের পদত্যাগ বা অপসারণের দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়েছে। এ থেকে আর পিছনে ফেরার সুযোগ নেই। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চলবে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হলগুলোতে নিরাপদে থাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই ছাত্র সংগঠনগুলো সরকারের প্রভাবে টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে নানা ধরনের চাঁদাবাজির সাথে জড়িয়ে পড়ে। সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনের ছত্রছায়ায় হলগুলোতে অবস্থান নেয় বহিরাগত ক্যাডার। তাছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোও নিজের শক্তির জাহির করতে মাঝে মধ্যে মিছিল মিটিংয়ের বের করে। এতে সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠন ও বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটি শুধু বর্তমান সরকারের আমলেই নয় বিগত সরকারের আমলগুলোতে দেখা গেছে। কিন্তু এ থেকে কোন সরকারই শিক্ষাগ্রহণ করেনি। ফলে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তন হলেও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি বা দখলবাজির কোন পরিবর্তন হয় না। বর্তমান সময়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনগুলোও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার চেয়ে অন্য কাজে বেশি মনোযোগী। ফলে কোন বিষয় নিয়ে আন্দোলনের নামে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষতির বিষয়ে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।